বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
অবসর ভবন
[সমাজসেবা অধিদপ্তর নিবন্ধন নং ২১/১৯৭৬]
৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ২২২২৪০১৮৯, ৪৮১২২৯৮৭, ২২২২৪০১৯০।

২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

স্থান ঃ অবসর ভবন।
তারিখ ঃ ২৬ ও ২৭ নভেম্বর, ২০২১ ।
সময় ঃ পূর্বাহ্ন ৯.৩০ ঘটিকা।
সভাপতি ঃ জনাব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী।
প্রশাসক (উপ-সচিব), বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সনের বার্ষিক সাধারণ সভা ২(দুই) দিনব্যাপী অর্থাৎ বিগত ২৬ নভেম্বর,২০২১ খ্রিষ্টাব্দ শুক্রবার পূর্বাহ্ণ ৯.৩০ ঘটিকায় এবং পরদিন ২৭ নভেম্বর,২০২১ খ্রিষ্টাব্দ বার্ষিক সাধারণ সভা পূর্বাহ্ণ ৯.৩০ ঘটিকা হতে অপরাহ্ণ ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটির ২০২২ থেকে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ মেয়াদের নির্বাচন অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা প্রতিনিধিসহ মোট ৪৭৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সদস্যগণের ও জেলা প্রতিনিধিদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট “ক” তে সন্নিবেশিত। সমাসেবা অধিদফতরের উপ-পরিচালক (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) জনাব স্বপন কুমার হালদার সভাটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন।

সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সভায় উপস্থিত থেকে সভার কার্য পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী নিম্নোক্তভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ঃ-

১। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও বাংলা তরজমা ঃ

সভার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন হাফেজ মাওলানা মাকসুদুর রহমান এবং সনাতন ধর্মগ্রন্থ থেকে স্তোত্র পাঠ করেন সমিতির আজীবন সদস্য শ্রী অমলেন্দ্র সাহা।

২। প্রয়াত সদস্যগণের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত ঃ

আলোচ্য বছরে পরলোকগত সদস্যদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রয়াত সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মাকসুদুর রহমান।

৩। বিগত ১৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৮ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

সমিতির বিগত ১৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৮ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য প্রশাসক আহ্বান করলে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

৪। সমিতির ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ।

অতঃপর সমিতির প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯, ২০২০ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে মর্মে সকলকে অবহিত করেন। অতঃপর তিনি শুধুমাত্র তার প্রতিবেদনটি ৮ নং আলোচ্যসূচীর পরে পাঠ করে শুনাবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন (বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯ ও ২০২০ পরিশিষ্ট “খ” তে সন্নিবেশিত করা হলো)।

৫। **সমিতির ০১ জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের নিরীক্ষিত হিসাব, ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপনঃ**

সমিতির প্রশাসক ০১ জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের নিরীক্ষিত হিসাবসমূহ ইতোপূর্বে আপনাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের নিরীক্ষিত হিসাব অডিট ফার্ম কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে তা সঠিক আছে মর্মে মতামত প্রদানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছে (পরিশিষ্ট "গ" তে প্রতিবেদনসমূহ সন্নিবেশিত করা হলো)।

অতঃপর তিনি ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২ সালের প্রস্তাবিত বাজেট ইতোপূর্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে এক নজরে বাজেটসমূহ সভায় নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন ঃ

এক নজরে ২০২০ সনের প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০১৯ সনের অনুমোদিত ও সংশোধিত বাজেট

ক্রমিক নং	বিবরণী	২০১৯ সনের অনুমোদিত বাজেট	২০১৯ সনের সংশোধিত বাজেট	২০২০ সনের প্রস্তাবিত বাজেট
১.	প্রাপ্তি খাতে সর্বমোট	১৩০,৭৪৫,০০০/-	১৪০,০৮০,১২৮/-	১৫১,৬৬৪,০০০/-
২.	প্রদান খাতে সর্বমোট	১৩০,৭৪৫,০০০/-	১৪০,০৮০,১২৮/-	১৫১,৬৬৪,০০০/-

এক নজরে ২০২১ সনের প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২০ সনের অনুমোদিত ও সংশোধিত বাজেট

ক্রমিক নং	বিবরণী	২০২০ সনের অনুমোদিত বাজেট	২০২০ সনের সংশোধিত বাজেট	২০২১ সনের প্রস্তাবিত বাজেট
১.	প্রাপ্তি খাতে সর্বমোট	১৫১,৬৬৪,০০০/-	১৩৫,৩৪৮,৪৫৯/-	১৫২,৫১১,০০০/-
২.	প্রদান খাতে সর্বমোট	১৫১,৬৬৪,০০০/-	১৩৫,৩৪৮,৪৫৯/-	১৫২,৫১১,০০০/-

এক নজরে ২০২২ সনের প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০২১ সনের সংশোধিত বাজেট

ক্রমিক নং	বিবরণী	২০২১ সনের অনুমোদিত বাজেট	২০২১ সনের সংশোধিত বাজেট	২০২২ সনের প্রস্তাবিত বাজেট
১.	প্রাপ্তি খাতে সর্বমোট	১৫২,৫১১,০০০/-	১৪৩,২২৪,০০০/-	১৬০,২১৬,০০০/-
২.	প্রদান খাতে সর্বমোট	১৫২,৫১১,০০০/-	১৪৩,২২৪,০০০/-	১৬০,২১৬,০০০/-

৬। **বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ, নিরীক্ষিত হিসাব, সংশোধিত বাজেট ও প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন ঃ**

সমিতির প্রশাসক উপস্থিত সদস্যগণের উদ্দেশ্যে ২০১৯, ২০২০, ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের নিরীক্ষিত হিসাব এবং ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২ সালের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদনের জন্য আহ্বান করলে কতিপয় সদস্য এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত : ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদন ও সংশোধিত বাজেট ব্যতিত ২০২০ ও ২০২১ সালের সংশোধিত বাজেট, ২০২২ সালের প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের নিরীক্ষিত হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদন ও সংশোধিত বাজেট পরবর্তী জরুরী সাধারণ সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭। <u>২০২১ খ্রিষ্টাব্দের সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও সম্মানী নির্ধারণ।</u>

সমিতির প্রশাসক উল্লেখ করেন যে, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান এম. জেড. ইসলাম এন্ড কোম্পানী সমিতির ২০২০ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উথাপিত হয়নি। এ বছর প্রতিষ্ঠানটি সমিতির অডিট কাজ সম্পাদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে তিনি প্রতিষ্ঠানটির আবেদন বিবেচনা করে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অডিট ফি তে সমিতির ২০২১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও পেনশন ফাউন্ডেশনের আয়-ব্যয়ের হিসাবের নিরীক্ষা কার্যক্রম এম. জেড. ইসলাম এন্ড কোম্পানীর মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রস্তাব উপস্থাপন করলে তা অনুমোদিত হয়।

৮। <u>বিবিধ</u>।

এ পর্যায়ে কোন আলোচনা হয়নি।

<u>অতঃপর মুক্ত আলোচনার আহ্বান জানানো হলে নিম্নবর্ণিত সম্মানিত সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হলো :</u>

ক্রমিক	নাম	বক্তব্যের সারসংক্ষেপ
১.	মোঃ নুরুল হক চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম জেলা শাখা	(ক) জেলা শাখার সদস্যদের ফ্রি মেডিকেল চেকআপ করার ব্যবস্থা করা; (খ) বাজেটে বিভাগীয় অফিস পরিচালনার খরচের সামঞ্জস্যতা নেই বিধায় তা পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ। (গ) ২০২১ সালে বিভাগীয় প্রতিনিধিদের ভ্রমণ ভাতা ২ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে অথচ এ সময়ে কোন বিভাগীয় প্রতিনিধি ছিল না এছাড়া বাজেটে অনেক জায়গায় গড়মিল আছে মর্মে উল্লেখ করা হয়।
২.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শাহাবুদ্দীন, আ- ২৯৬০	(ক) সমিতির বাজেটে ২০১৭, ২০১৯, ২০২০ সালের বার্ষিক বনভোজনের চাঁদার আয় দেখানো হয়েছে কিন্তু ২০১৮ সালের চাঁদা প্রতিবেদনে দেখানো হয়নি যার ব্যাখা প্রয়োজন। (খ) বিদায়ী কমিটি পুনর্বহাল পেনশনের আদেশে পৌষ্যদের পেনশনের ব্যাপারে কাজ করেছে মর্মে উল্লেখ করেছে কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো এ কাজটা করেছে হিসাব নিয়ন্ত্রক কার্যালয়। (গ) বিগত কমিটির উদাসীনতার কারণে ০১/০৭/২০১৭ তারিখের পূর্বে যে সকল পেনশনার মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরিবারের পেনশনের জন্য দাবী না করা অথচ গঠনতন্ত্র ৮ (ক) অনুয়ায়ী পেনশনারের স্ত্রীরা সমিতির সদস্য হতে পারেন। (ঘ) বিদায়ী কমিটি সমর্পণকারী পেনশন ৮.৫ বছরে পুনর্বহাল করবেন মর্মে তাদের প্যানেল পরিচিতিতে বলা আছে। অথচ প্রার্থী পুস্তিকা বইতে তাদের প্যানেলের ১৩ জনই এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। (ঙ) ২০২০ সালের অফিসের স্টেশনারী ক্রয় করতে ৪(চার) কোটি টাকা খরচ করেছে অথচ সদস্যদের ভর্তি ফি বাড়িয়ে সামান্য আয় করেছে যা সমিতির মূল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
৩.	জনাব আবু আলম মো. শহিদ খান, আ- ২০৮২	(ক) প্রশাসকের আওতায় যে সময়কালের বাজেট উপস্থাপিত হয়েছে সেই অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রশাসক উহার জবাব প্রদান করবেন। কিন্তু প্রশাসকের সময়কাল ব্যতিত অন্য সময়কালের জবাব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ২০১৯ সালের সংশোধিত বাজেট ও বার্ষিক প্রতিবেদন যারা নির্বাচিত হবেন তারা ইজিএম করে অনুমোদন গ্রহণ করবেন মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। (খ) এজিএম-এর কথা বলতে হবে। এখানে ভোট চাওয়া যাবে না।
৪.	জনাব নাসির উদ্দিন মন্টু চেয়ারম্যান, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা	(ক) চিকিৎসাকেন্দ্রের সুবিধা বৃদ্ধিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (খ) সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ৫০% ডিসকাউন্টে সরকারি যানবাহনে যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (গ) নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখায় স্থায়ী অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫.	জনাব মোঃ আরফান আলী, আ- ১৫৮৪	(ক) বিভাগীয় প্রতিনিধিদের জন্য বাজেট বর্ধিতকরণ এবং জেলা শাখার

		বাজেট দিগুণ করার ব্যবস্থা করণ; (খ) জেলা শাখাতে সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা চালুকরণ; (গ) পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল তৈরীর জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।
৬.	জনাব নাদুর হোসেন বিশ্বাস চেয়ারম্যান, যশোর জেলা শাখা।	(ক) পেনশন সমতাকরণ (One Pension, One Rank) এর ব্যবস্থা করা; (খ) সদস্য ভর্তি ফি হ্রাস করা।
৭.	জনাব নির্মল কুমার বর্মন সাধারণ সম্পাদক, লালমনিরহাট জেলা শাখা	(ক) সমিতির সদস্যদের মৃত্যুর পর পারিবারিক পেনশনার সদস্যদের জন্য নতুন করে ফি গ্রহণ না করা; (খ) জেলা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সভার জন্য যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা করা।
৮.	জনাব মোঃ আবদুর রশিদ কবিরাজ সাধারণ সম্পাদক, সাভার জেলা শাখা	(ক) পেনশন সমতাকরণ, চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধিকরণ, জেলা শাখার সদস্যদের কেন্দ্রীয় সমিতিতে সদস্যভুক্তির ব্যবস্থা করা।
৯.	জনাব মোহাঃ আব্দুর রহিম সাধারণ সম্পাদক, কিশোরগঞ্জ জেলা শাখা	(ক) এক পদ এক পেনশন প্রদান করার ব্যবস্থা করা; (খ) বাংলাদেশে বর্তমানে ৮ লক্ষাধিক পেনশনার আছে বলে জানা গেলেও আসল তথ্য তুলে ধরার অনুরোধ।
১০.	প্রফেসর মোঃ আব্দুল আজিজ চেয়ারম্যান, ফরিদপুর জেলা শাখা	(ক) কেন্দ্রীয় সমিতিতে ব্যায়ামাগার স্থাপন করা, বহুমুখী কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা, ক্যাফেটেরিয়া স্থাপন, প্রতি মাসে ০৬ তারিখের মধ্যে পেনশনের ব্যবস্থা করা এবং জেলা শাখাতেও কার্যকর ব্যবস্থা করা।
১১.	আলহাজ্ব মোঃ ফিরোজ খান চেয়ারম্যান, পঞ্চগড় জেলা শাখা	(ক) জেলা শাখার গঠনতন্ত্র সংশোধন করা।
১২.	প্রফেসর মোহাম্মদ আলী চেয়ারম্যান, নরসিংদী জেলা শাখা	(ক) জেলা শাখার ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা; (খ) জেলা শাখার সদস্যদের ভর্তি ফি কমানো।
১৩.	দেওয়ান নকীব আহসান, আ-২৪২২	(ক) সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন করা; (খ) করোনায় যারা মারা গেছে তাদের তালিক তৈরী করার ব্যবস্থা করা।
১৪.	জনাব মোঃ খবির উদ্দিন আহমেদ, আ-৩২২৫	(ক) গঠনতন্ত্র সংশোধন করে কার্যনির্বাহী কমিটিতে ৫০% সদস্য ক্যাডার সার্ভিসের আর বাকি ৫০% নন ক্যাডার সার্ভিস থেকে কমিটি গঠন করা; (খ) অবসরভোগীদের বাসা ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
১৫.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, আ- ২২৪৩	(ক) চিকিৎসাকেন্দ্রে উন্নতমানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; (খ) কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করা; (গ) উন্নতমানের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
১৬.	জনাব লুৎফর রহমান আকন্দ	(ক) সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন করে সমিতির কর্মকর্তাদের চাকরি শেষে নির্বাচনে অংশগ্রহন করার ব্যবস্থা করা; (খ) ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা।
১৭.	আলহাজ্ব মোঃ আবু বকর চেয়ারম্যান, পাবনা জেলা শাখা	(ক) জেলা শাখা সদস্যদের ভর্তি ফি কমানো; (খ) জেলা শাখার অনুদানের পরিমান বৃদ্ধিকরণ; (গ) জেলা শাখার অফিস নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ।
১৮.	জনাব মোঃ আছির উদ্দিন (মিলন), আ-২৬৬৮	(ক) নির্বাচিত হোন বা না হোন সমিতির সেবাদানের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন।
১৯.	জনাব মোঃ সৈয়দ আলী সাধারণ সম্পাদক, নাটোর জেলা শাখা	(ক) জেলা শাখাতে কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
২০.	বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল ইসলাম, আ- ১৭৮৮	(ক) সমিতির বীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
২১.	জনাব আবু সাইদ, আ- ১৬৭১	(ক) বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিট তৈরী করার প্রথা চালু করা; (খ) ফিজিওথেরাপি ফ্রি করার ব্যবস্থা; (গ) সিনিয়র সিটিজেনদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।
২২.	জনাব এ কে বোরহানউদ্দিন, আ- ৩৭৯০	(ক) জেলা শাখা সমিতির অনুদান বৃদ্ধি করা; (খ) সমিতির হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা;
২৩.	জনাব সুখেন্দু সূত্রধর, আ-৩৭৯৫	(ক) সদস্যদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা ও অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
২৪.	জনাব হারুন-উর-রশিদ, আ	(ক) চর্ম ও কিডনি রোগের চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করা; (খ) কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে ৬৭ বছরের উর্ধ্ব পেনশনারদের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা; (গ) সমিতির সদস্য সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে বাসের ভাড়া ফ্রি করার ব্যবস্থা করা;

		(ঘ) একটা ওষুধ ফার্মেসী স্থাপন করে ডিসকাউন্ট ও ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করা।
২৫.	জনাব জীবন কুমার চৌধুরী, আ-৩৭৩৬	(ক) চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহার আরও দায়িত্বশীল হওয়া। (খ) এই প্রতিষ্ঠানকে সেনা কল্যাণ সংস্থার বা পুলিশ কল্যাণ সংস্থার ন্যায় বড় ধরনের আয়ের ব্যবস্থা করা।
২৬.	জনাব মো: ইউনুস	(ক) ক্যাফেটেরিয়ায় দুপুরের খাবারের ব্যবস্থাকরণ।
২৭.	জনাব আবু সাইয়ীদ মোহাম্মদ খুরশিদুল আলম, আ-৩৫৭৯	(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা এবং নির্বাচন আলাদা আলাদা তারিখে অনুষ্ঠান করা; (খ) জেলা পর্যায়ের ভোটারদের বিভাগীয় পর্যায়ে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করা; (গ) একটি রেস্ট হাউজ তৈরী করা; (ঘ) সদস্যভুক্তির হওয়ার প্রক্রিয়া অনলাইন করা।
২৮.	কৃষিবিদ মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ, আ-১৮৫১	(ক) আগামীকাল ভোট প্রদানের জন্য এন.আই.ডি কার্ড অথবা সমিতির কার্ড সঙ্গে এনে সু-শৃঙ্খলভাবে ভোট প্রদানের অনুরোধ করেন; (খ) সম্মানিত ভোটারদের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে অনেক সময় এস.এম.এস ও ফোন করে বিরক্ত করে থাকলে মনে কিছু না করার অনুরোধ করেন।
২৯.	বীর মুক্তিযোদ্ধা ম. হামিদ, আ- ২৫৫৬	(ক) কেন্দ্রীয় সমিতিকে প্রত্যেক জেলা শাখার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ অফিসঘর নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প তৈরীর ব্যবস্থা করা; (খ) সমিতিতে যোগ ব্যায়ামাগার ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
৩০.	জনাব প্রণব কুমার নিয়োগী, আ- ৩৫৭৫	(ক) ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা পরবর্তীতে আর যেন তৈরী না হয়।
৩১.	বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খোন্দকার শওকত হোসেন, আ- ২২০৯	(ক) সমিতিকে পরিবর্তন ও জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে অদম্য কর্মস্পৃহা ও বাধামানে না যারা তাদেরকে নির্বাচিত করতে হবে। (খ) ভবিষ্যতে ভোটার তালিকার ত্রুটি দূর করতে হবে; (গ) একটি উন্নতমানের ক্যান্টিন এর ব্যবস্থা করতে হবে; (ঘ) ৩৫০০ সদস্য থেকে বৃদ্ধি করে ফেডারেশনের মত বড় আকারধারণ করা এবং দেশে-বিদেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পেনশনারদের সিদ্ধান্ত এখানখার নেতৃত্ব গ্রহণ করার আহ্বান।
৩২.	প্রকৌশলী দেওয়ান মো: ইয়ামিন, আ- ২২২৯	(ক) অবসর সমিতিকে আমাদের কেন্দ্রবিন্দু করতে হলে অচলায়তন যারা ভাঙ্গতে পারবে তাদেরকে নির্বাচন করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
৩৩.	বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ ড. শহিদুল ইসলাম, আ- ১৭০২	(ক) যোগ্য বলিষ্ট নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসা এবং আপনাদের যৌক্তিক দাবী-দাওয়াগুলো পূরণে কাজ করবে।
৩৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আজহার আলী তালুকদার, আ- ২১৬৮	(ক) এক পদ এক পেনশন প্রচলনের ব্যবস্থাকরণ।
৩৫.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আনিসুজ্জামান, আ- ১৯৩৮	(ক) অতীতের কর্মফলের জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। উন্নয়ন একদিনে তৈরি হয়নি। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণায় একে অপরকে দোষারুপ করা উচিত নয়। পূর্বের কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সমিতির বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।
৩৬.	জনাব মো: আব্দুল মান্নান, আ-২৬২৪	(ক) অদ্যকার সভায় এজিএম এর বিষয় ব্যতিত অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। সদস্যদের দাবী-দাওয়া পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটি পূরণ করবে। এখানে কাউকে দোষারূপ করে বক্তব্য প্রদান সমীচীন নয়। তিনি ভবিষ্যতে সমিতির উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।
৩৭.	বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক, আ-৩২৩৬	(ক) জেলা শাখার কমিটিকে শক্তিশালী করা; (খ) এক পদ এক পেনশন ও পেনশন বৈষম্য দূরীকরণ; (গ) হাসপাতাল আধুনিকীকরণ করা; (ঘ) বিশ্রামাগার স্থাপন ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড তৈরি করা; (ঙ) প্রবীণদের কল্যাণ করা আমাদের কর্তব্য; (চ) সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
৩৮.	ডা: মো: সিরাজদৌলা, আ- ২৯৯২	(ক) সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে ক্যান্সার আক্রান্তদের ২ (দুই) লক্ষ টাকা প্রদান করবেন এবং প্রতি বছর ১ (এক) লক্ষ টাকা করে দিবেন। (খ) প্যানেল সিস্টেম বাতিল করা উচিত; (গ) সমিতি কর্তৃক আয়কর প্রদান করা না হলে আয়কর প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
৩৯.	জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা, আ- ১১৬৫	(ক) একটি সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন কামনা করেন এবং যারাই নির্বাচিত হবেন

		তারাই পেনশনারদের উন্নয়নে কাজ করবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৯। সমিতির প্রশাসকের ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

সমিতির প্রশাসক বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০২১ নিম্নোক্তভাবে পাঠ করে শুনান ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন জেলা শাখা থেকে আগত সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ আপনারা আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওবারাকাতুহু।

২। ২০২১ সালের সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের পূর্বে বিগত বৎসরে কেন্দ্রীয় ও জেলা শাখাসমূহের যে সকল সদস্য আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন আমি তাঁদের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

৩। সমিতির সম্মানিত সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, আমি সমিতির প্রশাসক হিসেবে বিগত ১৭ জুন, ২০২১ তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। ২০২১ সালের প্রায় ০৬ (ছয়) মাস সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) সৈয়দ মোঃ নূরুল বাসির (যুগ্ম-সচিব) সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তথাপিও আমি সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য আপনাদের নিকট সদয় জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি।

৪। সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, এ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিগত ২৮ মার্চ, ২০২০ তারিখে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি দূর্যোগের কারনে তা স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় নির্বাচন ০৩ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় কোভিড পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় সে নির্বাচনটিও স্থগিত হয়ে যায়। তাই আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত পুনরায় নির্বাচনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় পুনরায় নতুনভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করি এবং নির্বাচনের জন্য ২৭ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ নির্ধারণ করি।

২০২১ সালের মধ্যে আমার দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে এবং আমার কার্যকালে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে তা আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি :

১. কল্যাণ কার্যক্রম ঃ

সমিতির জেলা পর্যায়ের সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, স্বল্প পেনশন প্রাপ্ত সদস্যদের অনুদান এবং জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত কল্যাণমূলক কাজসমূহ সমিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

আলোচ্য বৎসরে জেলাসমূহে শিক্ষাবৃত্তি, এককালীন অনুদান এবং জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, জেলা শাখার অফিস খরচ, জেলা শাখার চিকিৎসকের সম্মানী, জেলা শাখাসমূহের অফিস ঘর নির্মাণ/সম্প্রসারণ/মেরামত ও কম্পিউটার ক্রয় ইত্যাদি খাতে অর্থ বিতরণের চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

খাত		টাকার পরিমান		
		২০১৯	২০২০	২০২১
(ক)	শিক্ষাবৃত্তি	৭৬,৩০,৭০০/-	৬৩,৫৩,০০০/-	১,১৫,০০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(খ)	অনুদান	৭৮,৫১,৭০০/-	৯০,১৭,৭০০/-	১,২০,০০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(গ)	জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি	৯৬,০৪,৪০০/-	১,০৪,৬৭,৪০০/-	১,৪৫,০০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(ঘ)	শীতবস্ত্র বিতরণ	৬,৮০,০০০/-	১২,৭৫,০০০/-	১৫,০০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(ঙ)	বিশেষ জটিল চিকিৎসার অনুদান	৮,৮০,০০০/-	৮,৯৫,০০০/-	১০,০০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(চ)	জেলা শাখার অফিস খরচ	৭৩,১২,২৬০/-	৭১,৩৪,৭০০/-	৮৬,০০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(ছ)	জেলা শাখার চিকিৎসকের সম্মানী	২৮,৬৯,২০০/-	৩০,০০,০০০/-	৫,৪০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(জ)	অফিস ঘর নির্মাণ/সম্প্রসারণ/ মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয়	১০,১০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	২২,০০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(ঝ)	কম্পিউটার ক্রয় (প্রিন্টারসহ)	১,৮০,০০০/-	২,৪০,০০০/-	১৪,০০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(ঞ)	পাঠাগারের পুস্তক ক্রয়	১,১৬,০০০/-	৭৫,০০০/-	৩,৫০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(ট)	জেলা পর্যায়ের বিনোদন খাত	১৯,১১,০০০/-	১৩,২৬,০০০/-	৩০,০০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
(ঠ)	বিভাগীয় প্রতিনিধিদের অফিস পরিচালনা খরচ	১,২০,০০০/-	-	১,৫০,০০০/- (প্রস্তাবিত)
	মোট =	৪,০১,৬৫,২৬০/-	৪,০৩,৫৩,৮০০/-	-

২. **কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা ঃ**

খাত		উপকৃতের সংখ্যা		
		২০১৯	২০২০	২০২১
(ক)	শিক্ষাবৃত্তি	১৫৯৩ জন	১৩২৮ জন	মঞ্জুরী প্রক্রিয়াধীন
(খ)	অনুদান	৩৯৩৫ জন	৪৫১৫ জন	মঞ্জুরী প্রক্রিয়াধীন
(গ)	জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি	১৯৫৩ জন	২১১৯ জন	মঞ্জুরী প্রক্রিয়াধীন
(ঘ)	শীতবস্ত্র বিতরণ	১৭০০ জন	২৫৫০ জন	মঞ্জুরী প্রক্রিয়াধীন
(ঙ)	বিশেষ জটিল চিকিৎসা অনুদান	৩৪ জন	২৭ জন	মঞ্জুরী প্রক্রিয়াধীন
	মোট =	৯২১৫ জন	১০৫৩৯ জন	-

৩. **চিকিৎসা কার্যক্রম ঃ**

সমিতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে সদস্যদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান। বিগত বৎসরসমূহে বিদ্যমান চিকিৎসাসমূহ যথারীতি চলছে। চিকিৎসার মান উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার বিবরণ এবং উক্ত খাতে আয় সংক্রান্ত একটি চিত্র আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হলো ঃ

ক্রমিক	চিকিৎসা বিবরণী	রোগীর সংখ্যা	আয়
১.	বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা	১৫৭৮	ফ্রি
২.	সাধারণ চিকিৎসা (মেডিসিন)	২৩১৯	কনসালন্টেসি ফি (সকল ডাক্তার) ৩,২৭,৪০০/-
৩.	ফিজিক্যাল মেডিসিন	২১৯৩	
৪.	গাইনী চিকিৎসা	৪৪০	
৫.	হৃদরোগ চিকিৎসা (কার্ডিওলজি)	৩০৪১	
৬.	চক্ষু চিকিৎসা	১৯৩৫	
৭.	হোমিও চিকিৎসা	৩৩০	
৮.	ই এন টি	১২৫৩	
৯.	ডায়াবেটিক চিকিৎসা	৬৬৫	
১০.	ইউরোলজি	৩৫৪	
১১.	দন্ত চিকিৎসা	১৬০৬	১,২০,৫৮০/-
১২.	ফিজিওথেরাপী	১৪২২	২,৩২,৭৫০/-
১৩.	আলট্রাসনোগ্রাফি	৩৩৬	২,৩৫,৮৬৫/-
১৪.	ইকোকার্ডিওগ্রাম	২৪৭	২,৬৭,৪৬৪/-
১৫.	এক্সরে	৯৪৪	২,৩৭,২২৩/-
১৬.	প্যাথলজি পরীক্ষা (ল্যাব)	৪৭৭২৪	১৯,৪৫,৩৯৯/-
১৭.	ইসিজি	১৫১৯	৪৩,৪৮১/-
১৮.	বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৫৮৯১২	ফ্রি
১৯.	ফিজিক্যাল মেডিসিন (প্রসিডিওর)	৩০০	৪১,৮০০/-
২০.	চক্ষু চিকিৎসা (পরীক্ষা)	২৭৭	৪৪,৯৫০/-
২১.	ই এন টি হেয়ারিং পরীক্ষা)	৫৬	৪৪,৮০০/-
সর্বমোট মোট আয় = ৩৫,৪১,৭১২/-			

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশ সরকার সরকারী-বেসরকারী অফিস আদালত বন্ধ ঘোষণা করে এবং জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে। যার ফলে সমিতির ২০২১ সালের অনেক অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি।

৪. জাতীয় শোক দিবস ঃ

বিগত ১৫ আগষ্ট, ২০২১ তারিখ জাতীয় শোক দিবসে অত্র সমিতির পক্ষ হতে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সমিতির কতিপয় সদস্যবৃন্দ পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

৫. সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ

আলোচ্য বৎসরে সমিতিতে মোট ১৪৩ জন নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আজীবন ১৩৭ জন এবং সাধারণ ৬ জন। আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

এ প্রতিষ্ঠান আমাদের কল্যাণের জন্য গঠিত হয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণার্থে যা কিছু প্রয়োজন সে সংক্রান্ত সহযোগিতার জন্য আপনাদিগকে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। আমি আশা করি, আপনারা এ বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি যোগ্য কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করবেন। ভবিষ্যতে নির্বাচিত কমিটি এ সমিতিকে আরও উচ্চ আসনে সমাসীন করবে; তাই আপনারা শান্তি ও শৃংখলা বজায় রেখে

সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনী কার্যক্রমে আমাকে সহযোগিতা প্রদান করবেন- এ প্রত্যাশা করি। আমার দায়িত্ব পালনকালে সম্মানীত সদস্য, সমিতির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় কোভিডজনিত কারণে সমিতির বিগত দিনের কার্যাবলী সবিস্তারে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। ২০১৯ সাল হতে করোনার ভয়াল থাবার জন্য সমিতির অনেক কর্মসূচী পরিহার করতে হয়েছে। বিষয়টি আপনারা সকলে অবহিত আছেন। সুতরাং বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের হয়তো অনেক কথা বলার থাকলেও আপনাদের সে সমস্ত বক্তব্যসমূহের জবাব দেওয়ার জন্য কোন কমিটি নেই বিধায় আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকবে যে, ২০১৯ ও ২০২০ বছরে যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা আপনারা অনুমোদন দিয়ে যাবেন। এছাড়া ২০২০ ও ২০২১ সালের জন্য প্রণীত বাজেট এবং ২০২২ সালের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদনের জন্যও বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি সমিতির সকল সদস্যের সুখ, শান্তি ও দীর্ঘায়ূ কামনা করি। আপনারা সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ ও কোভিড মুক্ত থাকুন।

অত:পর প্রশাসক ধৈর্য ধরে সকলকে বক্তব্য শ্রবণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি এ সমিতিতে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পেরে নিজেকে সম্মানিত মনে করছেন। পেনশনারদের ন্যায্য দাবী-দাওয়াগুলোর সাথে তিনি সহমতপোষণ করে তাদের বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বাস্থবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অত:পর তিনি সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে করেন এবং আজকের সভাটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদনের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আগামীকাল সকলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণপূর্বক একটি যোগ্য নেতৃত্বের হাতে দায়িত্ব অর্পণের জন্য ভোট প্রদানের আহ্বান করেন।

১০। **২৭ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির ২০২২ থেকে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ মেয়াদকালের নির্বাচন (পূর্বাহ্ণ ৯.৩০ ঘটিকা হতে অপরাহ্ণ ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)।**

সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির ২০২২ থেকে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ মেয়াদকালের নির্বাচন ২৭ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ (পূর্বাহ্ণ ৯.৩০ ঘটিকা হতে অপরাহ্ণ ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত প্রার্থীগণ বিজয় লাভ করে :

প্রার্থীর নাম, সদস্য নম্বর ও ঠিকানা	পদের নাম
বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রিয়াজুল হক, আ-৩২৩৬	সভাপতি
বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খোন্দকার শওকত হোসেন, আ-২২০৯	সহ-সভাপতি
বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ ড. শহীদুল ইসলাম, আ- ১৭০২	সহ-সভাপতি
জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, আ-২০৮২	মহাসচিব
জনাব এ কে শামসুল হক, আ-১৩২০	কোষাধ্যক্ষ
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমান উল্লাহ, আ-১৯৬৮	যুগ্ম-মহাসচিব
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মহসীন আলী সরদার (বীরপ্রতিক), আ-১৯৪৬	যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ
বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী সামসুজজোহা চৌধুরী, আ-২৩১	সহকারী মহাসচিব
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাই, আ- ১২৯৯	সদস্য
প্রফেসর সামসাদ বেগম, আ- ২৬৩৪	সদস্য
বীর মুক্তিযোদ্ধা এম মিজানুর রহমান, আ- ৯৪০	সদস্য
বীর মুক্তিযোদ্ধা ম. হামিদ, আ- ২৫৫৬	সদস্য
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলী কবির হায়দার, আ- ১৮১৫	সদস্য
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিয়ারুল ইসলাম, আ- ১৮৫৭	সদস্য
কৃষিবিদ মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ, আ- ১৮৫১	সদস্য
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আজহার আলী তালুকদার, আ- ২১৬৮	সদস্য
জনাব মোঃ ফজলুল হক, আ- ১৭৬২	সদস্য

জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন, আ- ১২১০	সদস্য
প্রফেসর ডাঃ আব্দুল মালেক, আ- ৩৩৪৩	সদস্য

পরিশেষে অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশাসক (উপ-সচিব) সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী)
প্রশাসক (উপ-সচিব)

পরিশিষ্ট "খ"

মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

২০১৯ সালের মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন আমার উপস্থাপন করার কথা নয়। কারণ আলোচ্য বছরের সাধারণ সভার প্রতিবেদন উপস্থাপন করার কথা ছিল শ্রদ্ধেয় মহাসচিব জনাব মো: আবদুল কাইউম ঠাকুর সাহেবের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে আমাদের ছেড়ে ১৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে পরলোকগমন করেন (ইন্না ....রাজিউন)। এই প্রেক্ষাপটে, সরকারী আদেশে আমার সাময়িক কালের জন্য আপনাদের প্রাণপ্রিয় সমিতির সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তাই অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জনাব মো: আবদুল কাইউম ঠাকুরের জবানীতে লিপিবদ্ধ বার্ষিক প্রতিবেদনটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। এই প্রতিবেদনের ওপর ব্যাপ্ত আলোচনার সুযোগ থাকলেও প্রয়াত একজন সম্মানিত ব্যক্তির প্রতিবেদনের উপর আলোচনা পরিহার করা উত্তম হবে বলে আমি মনে করি। আমার এ ক্ষুদ্র ভূমিকাটুকু ব্যক্ত করে আমি মরহুম মো: আবদুল কাইউম ঠাকুর সাবেক মহাসচিব এর লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০১৯ উপস্থাপন করছি ঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি, সহ-সভাপতিদ্বয়, কোষাধ্যক্ষ, কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন জেলা শাখা থেকে আগত সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় সমিতির উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আপনারা সকলে আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওবারাকাতুহু।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ এটাই হয়তো আপনাদের সামনে আমার আনুষ্ঠানিক শেষ উপস্থিতি। শারিরীক পীড়ার কারণে আমি নিজে দুর্বল ও চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছি। এ কারনেই হরহামেশা আপনাদের পাশে থাকার সুযোগ হয়তো আর হবে না। অসুস্থতাজনিত কারণে লেখার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। তাই উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমার জবানীতে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হলো। নির্বাহী সচিব এবং মহাসচিব হিসেবে আমি এক যুগেরও অধিককাল আপনাদের সান্নিধ্যে থেকে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী সমিতির সম্মানিত সদস্যদের সেবা করার চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছে তার বিচারের ভার আপনাদের ওপর। সমিতির সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের সম্পৃক্ততার নানান স্মৃতি, সুখ দুঃখ আজ আমাকে কাতর করে তুলছে। আপনাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় আমার আচরণে আপনারা কষ্ট পেয়ে থাকবেন। সে জন্য আমি আপনাদের নিকট মার্জনা চাচ্ছি ও আপনাদের আশীর্বাদ কামনা করছি।

আপনারা সম্যক অবগত আছেন আমি সংসারহারা আত্নীয় পরিজন বিবর্জিত একজন মানুষ। সে কারনেই আমার জীবনের শেষাংশে অবসর সমিতিই ছিল আমার সবচাইতে আপন ক্ষেত্র। এই সমিতিকে ছেড়ে যেতে আজ আমার মনোপীড়ার শেষ নেই। তবুও সব কাজেরই একসময়ে ইতি টানতে হয়। আমিই বা এর ব্যতীক্রম হই কী ভাবে। এই সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ সময়কালের বার্ষিক প্রতিবেদন তুলে ধরার প্রাক্কালে আমার ব্যক্তিগত কিছু

অনুভূতি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। ধান বানতে শিবের গীত গাওয়ার আমার এ ধৃষ্টতাটুকু আপনারা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন বলে আশা করি।

২। ২০১৯ সালের সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের পূর্বে বিগত বৎসরে কেন্দ্রীয় ও জেলা শাখা সমূহের যে সকল সদস্য আমাদের ছেড়ে পরকালে চলে গেছেন আমি তাঁদের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

৩। আলোচ্য বৎসরে সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান ও জনাব ইকরাম আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ শামসুল হক এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আমাকে কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন, সেজন্য তাঁদেরকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া সমিতির পরিচালকদ্বয়, অফিসের সর্বস্তরের সহকর্মী ও চিকিৎসকবৃন্দ আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলকে অজস্র ধন্যবাদ।

৪। সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

এবার আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে ও অনুমোদনের জন্য সমিতির ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন তুলে ধরছি।

১. <u>কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যক্রম ঃ</u>

কেন্দ্রীয় সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় কার্যনির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধানে। কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার জন্য ১৩ টি উপ-কমিটি রয়েছে। এছাড়া পি পি আর (PPR) আওতায় ২টি Statutory কমিটি রয়েছে। আলোচ্য বৎসরে কার্যনির্বাহী কমিটির ০৬ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপ-কমিটিগুলোর সভা হয়েছে ৩২ টি। উপ-কমিটিসমূহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করেছে এবং কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্বপালনে সহযোগিতা করেছে। এজন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সুপারিশের আলোকে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তগুলো বেশীর ভাগই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. <u>কল্যাণ কার্যক্রম ঃ</u>

সমিতির জেলা পর্যায়ের সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, স্বল্প পেনশন প্রাপ্ত সদস্যদের অনুদান এবং জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত কল্যাণমূলক কাজসমূহ সমিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

আলোচ্য বৎসরে জেলাসমূহে শিক্ষাবৃত্তি, এককালীন অনুদান এবং জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, জেলা শাখার অফিস খরচ, জেলা শাখার চিকিৎসকের সম্মানী, জেলা শাখা সমূহের অফিস ঘর নির্মাণ/সম্প্রসারণ/মেরামত ও কম্পিউটার ক্রয় ইত্যাদি খাতে অর্থ বিতরণের চিত্র নিম্নে দেয়া হলো ঃ

খাত		টাকার পরিমান		
		২০১৭	২০১৮	২০১৯
(ক)	শিক্ষাবৃত্তি	৬৬২৪৭০০/-	৭০,৪৪,৮০০/-	৭৬,৩০,৭০০/-
(খ)	অনুদান	৫৪২৭৯০০/-	৬৬,৮৮,৫০০/-	৭৮,৫১,৭০০/-
(গ)	জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৩৯৭৬০০০/-	৭১,৭৭,৯২৫/-	৯৬,০৪,৪০০/-

	ইত্যাদি			
(ঘ)	শীতবস্ত্র বিতরণ	-	৬,৮০,০০০/-	৬,৮০,০০০/-
(ঙ)	বিশেষ জটিল চিকিৎসার অনুদান	-	৪,৬৫,০০০/-	৮,৮০,০০০/-
(চ)	জেলা শাখার অফিস খরচ	৪৮,৪৯,৫০০/-	৫৫,৯১,০০০/-	৭৩,১২,২৬০/-
(ছ)	জেলা শাখার চিকিৎসকের সম্মানী	২৭,০১,৮০০/-	২৩,৬৬,৪০০/-	২৮,৬৯,২০০/-
(জ)	অফিস ঘর নির্মাণ/সম্প্রসারণ/ মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয়	৬,৭৮,০০০/-	৯,৭৫,০০০/-	১০,১০,০০০/-
(ঝ)	কম্পিউটার ক্রয় (প্রিন্টারসহ)	২,৪০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১,৮০,০০০/-
(ঞ)	পাঠাগারের পুস্তক ক্রয়	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,১৬,০০০/-
	জেলা পর্যায়ের বিনোদন খাত	১৪,১০,০০০/-	১৯,৫৩,০০০/-	১৯,১১,০০০/-
	বিভাগীয় প্রতিনিধিদের অফিস পরিচালনা খরচ	১,০০,০০০/-	১,১০,০০০/-	১,২০,০০০/-
	মোট =	২,৬১,০৭,৯০০/-	৩,৩৩,৫১,৬২৫/-	৪,০১,৬৫,২৬০/-

৩. **কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা ঃ**

খাত		উপকৃতের সংখ্যা		
		২০১৭	২০১৮	২০১৯
(ক)	শিক্ষাবৃত্তি	১৩৭৯ জন	১৪৬০ জন	১৫৯৩ জন
(খ)	অনুদান	২৭২১ জন	৩৩০৮ জন	৩৯৩৫ জন
(গ)	জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি	৮৫৬ জন	১৫১২ জন	১৯৫৩ জন
(ঘ)	শীতবস্ত্র বিতরণ	-	১৭০০ জন	১৭০০ জন
(ঙ)	বিশেষ জটিল চিকিৎসা অনুদান	-	-	৩৪ জন
	মোট =	৪৯৫৬ জন	৭৯৮০ জন	৯২১৫ জন

৪. **চিকিৎসা কার্যক্রম ঃ**

আমাদের সমিতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে সদস্যদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান। বিগত বৎসরসমূহে বিদ্যমান চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সকল নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রে ১ টি X-Ray Unit খোলা হয়েছে এবং X-Ray মেশিন ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট জনবল নিয়োগ করে এক্সরে সেবা চালু করা হয়েছে;

(খ) চিকিৎসা কেন্দ্রের নাক, কান ও গলা বিভাগে নতুন অডিওমিটার ক্রয় করে এবং কক্ষ নির্মাণ করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র স্থাপন করে শ্রবণ শক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

(গ) সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের প্যাথলজি বিভাগে একটি আধুনিক অটোমেটিক বায়োকেমিস্ট্রি এনালাইজার মেশিন ক্রয় করে মানসম্মতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করা হচ্ছে;

(ঘ) চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণের আওতায় রেডিওলজিস্ট ও ইউরোলজিস্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

(ঙ) সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবাসমূহ অটোমেশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে; যা দ্রুতই বাস্তবায়ন হবে;

(চ) সমিতির বিভিন্ন জেলা শাখায় ফার্স্ট এইড বক্স প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট জেলা শাখাসমূহকে প্রদানের জন্য জেলাভিত্তিক রোগীর সংখ্যার তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে;

(ছ) সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যে HbAIC, PSA এবং ইলেক্ট্রোলাইট, ই.জি.এফ.আর পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(জ) সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রটিকে ৫০ বেডের হাসপাতালে রুপান্তরের জন্য ডি.পি.পি আকারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে এবং চিকিৎসা কেন্দ্রের লাইসেন্স গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে;

(ঝ) সমিতির নামে বরাদ্দপ্রাপ্ত উত্তরার জমিতে একটি জরা হাসপাতাল ও বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের নিমিত্তে নকশা ও ডি.পি.পি. এর অনুমোদন কাজ প্রক্রিয়াধীন। উত্তরার জমিটির আশেপাশে বসতি গড়ে উঠেনি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোন কার্যক্রম শুরু হয়নি বিধায় এই মুহূর্তে এখনো সেখানে আমাদের কাঙ্গিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে। তবে যতদূত সম্ভব জমিটিতে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে জরা হাসপাতাল ও বৃদ্ধাশ্রমের কাজ শুরু করা হবে। এর অগ্রগতি বিষয়ে ২৪ অনুচ্ছেদ সদয় দ্রষ্টব্য।

(ঞ) সমিতির অন্যান্য বিদ্যমান চিকিৎসাসমূহ যথারীতি চলছে। চিকিৎসার মান উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

সমিতি কর্তৃক উল্লিখিত চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা বৃদ্ধি এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের রি-এজেন্ট ও আনুষাঙ্গিক জিনিস ক্রয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ায় এবং বৎসরে সদস্যদের (স্বামী/স্ত্রীসহ) একবার ফ্রি চেকআপ করার কারনে আমরা বিপুল অর্থ ভর্তুকি দিয়ে চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখতে কাজ করে যাচ্ছি। ২০১৯ সালের প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার বিবরণ এবং উক্ত খাতে আয় সংক্রান্ত একটি চিত্র আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হলো ঃ

ক্রমিক	চিকিৎসা বিবরণী	রোগীর সংখ্যা	আয়
২২.	বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা	২০৭৭	ফ্রি
২৩.	সাধারণ চিকিৎসা (মেডিসিন)	৩৯৯১	১,০৪,০০০/-
২৪.	গাইনী (মেডিসিন)	২৯৭৪	৩৬,১০০/-
২৫.	হৃদরোগ চিকিৎসা (কার্ডিওলজি)	৪৬২৯	৪৮,৯৯০/-
২৬.	ফিজিক্যাল মেডিসিন	৩০০৫	১,৬৮,৬০০/-
২৭.	দন্ত চিকিৎসা	৩৪৭০	৪,২২,৬১০/-
২৮.	চক্ষু চিকিৎসা	২৫৯৬	৯৩,৬০০/-
২৯.	ডায়াবেটিক চিকিৎসা	২৩০৯	২১,২০০/-
৩০.	ই এন টি	১৫৭০	৮০,৫০০/-
৩১.	ইসিজি	৩২৭০	৭১,৯৩০/-
৩২.	ফিজিওথেরাপী	৩৪৪৬	৬,১৩,১৯০/-
৩৩.	আল্ট্রাসনোগ্রাফি	২৩৬	১,৫৮,২৩০/-
৩৪.	ইকোকার্ডিওগ্রাম	৩৬৮	৪,১১,২১০/-
৩৫.	এক্সরে	৩১০	৯২,৬২৫/-
৩৬.	প্যাথলজি পরীক্ষা (ল্যাব)	১২৯০৬৯	২৭,৫৯,১৭৫/-
৩৭.	হোমিও চিকিৎসা	৬৬৮	২,৮৫০/-
	সর্বমোট মোট=	১৬৩৯৮৮	৫০,৮৪,৮১০/-

৫. **মহান ২১ ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ঃ**

২১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সমিতির পক্ষ থেকে মহাসচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

৬. **জেলা সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা ঃ**

বিগত ১৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অবসর ভবনে জেলা শাখা সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে কার্যনির্বাহী কমিটির এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবী দাওয়া তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ হতে সভাপতি মহোদয় তাঁদের অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁদের দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন খাতে ২০১৯ সালের বাজেটে জেলা পর্যায়ে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় একই স্থানে সমিতির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের বরেণ্য গীতিকার ও সুরকার সমিতির সদস্য জনাব আজাদ রহমানের পরিচালনায় দেশের খ্যাতিমান শিল্পীবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সকলের নিকট উপভোগ্য হয়।

৭. **বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ**

(ক) বিগত ১৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সকাল ৯.৩০ মিঃ অবসর ভবনে সমিতির ২০১৮ সনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সাফল্যজনকভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন হয়। সভায় কেন্দ্রীয় সমিতির ও বিভিন্ন জেলা শাখার কতিপয় সদস্য সরকারী পেনশনারদের পেনশন ও ভাতাদি বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটিকে তৎপর থাকার অনুরোধ জানান। জেলা সমিতিসমূহের বিভিন্ন খাতের অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ কেন্দ্রীয় সমিতির চিকিৎসাকেন্দ্রের পরিধি বৃদ্ধির ব্যাপারে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উপস্থিত সদস্যদের অবহিত করা হয় এবং আগামীতে সমিতির কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ হতে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

৮. **শ্রেষ্ঠ জেলা সমিতি ঃ**

২০১৯ সালের জন্য বিভাগসমূহে যে সকল জেলা সমিতি শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন তাদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো। আজকের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ জেলা সমিতিকে একটি করে ক্রেস্ট এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা হবে।

বিভাগ	সমিতির নাম
ঢাকা-১	টাঙ্গাইল জেলা শাখা সমিতি
ঢাকা-২	মাদারীপুর জেলা শাখা সমিতি
চট্টগ্রাম -১	চট্টগ্রাম জেলা শাখা সমিতি
চট্টগ্রাম-২	কুমিল্লা জেলা শাখা সমিতি
রাজশাহী	বগুড়া জেলা শাখা সমিতি

রংপুর	রংপুর জেলা শাখা সমিতি
খুলনা	যশোর জেলা শাখা সমিতি
বরিশাল	পটুয়াখালী জেলা শাখা সমিতি
সিলেট	সুনামগঞ্জ জেলা শাখা সমিতি
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ জেলা শাখা সমিতি

৯. **শ্রেষ্ঠ লেখক ঃ**

২০১৯ সালের “অবসর জীবন” পত্রিকার ২টি সংখ্যার প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন বিভাগে যারা শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন তাদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো। আজকের অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

জানুয়ারী -জুন ২০১৯ ঃ

বিভাগ	লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম
(ক) প্রবন্ধ	নন্দিত স্থপতি লুই আই কান ও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন	জয়নাল হোসেন
(খ) গল্প	গয়নার বাক্স	মীরা রায় চৌধুরী
(গ) কবিতা	নদীর সন্তান	কাজী নাসিরুল ইসলাম
(ঘ) ভ্রমণ কাহিনী	সুসং দুর্গাপুরে একদিন	মো: আনোয়ার হোসেন
(ঙ) স্মৃতিকথা	স্মৃতি তুমি বেদনা	ফেরদৌস পারভীন
(চ) রম্য রচনা	হিউমার-এর সর্বজনীনতা	আতাউর রহমান

জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯ ঃ

বিভাগ	লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম
(ক) প্রবন্ধ	বিভীষিকার হিমালয়	আবদুল মোতালেব
(খ) গল্প	জব্বার চাপরাশির পেনশন	মো: সাজ্জাদ আলী
(গ) কবিতা	জীবন এখন অস্তাচলে	সৈয়দ শমসের আলী
(ঘ) ভ্রমণ কাহিনী	-	-
(ঙ) রম্য রচনা	-	-
(চ) স্মৃতিকথা	একজন আদর্শবান শিক্ষক	মকবুল হোসেন শওকত

১০. **স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন ঃ**

বিগত ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ সকাল ৭.০০ ঘটিকায় সমিতি ভবনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে সমিতির সহ-সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, মহাসচিব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর ও কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ শামসুল হকসহ অন্যান্য অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলনের পর সমিতির সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে উপস্থিত সকলের জন্য হালকা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

১১. **বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ ঃ**

বিগত ১২ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ (২৫ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে সমিতি ভবনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক ও বিনোদন উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আজাদ রহমানের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্য শিল্পীগণ ও তাদের পোষ্যগণ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

১২. <u>ঈদ পুনর্মিলনী ঃ</u>

বিগত ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে সমিতি ভবনে বিনোদন ও সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির পরিচালনায় ঈদ-পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে খ্যাতিমান শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি সকলের কাছে উপভোগ্য হয়।

১৩. <u>জাতীয় শোক দিবস ঃ</u>

বিগত ১৫ আগষ্ট, ২০১৯ তারিখ জাতীয় শোক দিবসে অত্র সমিতির পক্ষ হতে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির কতিপয় সদস্যবৃন্দ পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

১৪. <u>শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের মৃত্যুর পর উপযুক্ত পোষ্যদের পেনশন প্রদান ঃ</u>

আমাদের ও অন্যান্য অনেকের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে সদাশয় সরকার যারা পেনশনের সমুদয় অর্থ তুলে নিয়েছিলেন তাঁদেরকে পেনশনে যাবার সময় ১৫ বৎসর অতিক্রান্ত হলে ০১/০৭/২০১৭ তারিখ হতে পুনরায় পেনশন দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য একটা দারুন প্রাপ্তি। এজন্য আমরা সদাশয় সরকারের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এর ফলে আমরা উপকৃত হয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীতে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রীদের পেনশন প্রদান আরও সুখকর খবর। তবে যাঁদের অবসরে যাবার বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও পুনরায় পেনশন দেবার সিদ্ধান্ত নিলে অবসরপ্রাপ্তদের অনেক বেশী সংখ্যক সদস্য এ উপকার প্রাপ্তির সুযোগ পেতেন। অবসরের বয়স কমপক্ষে ১০ বছর হয়েছে তাঁদেরও পুনরায় পেনশন প্রাপ্তির সুযোগের আওতায় আনার জন্য আমরা সদাশয় সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাই। এ ব্যাপারেও আমাদের প্রচেষ্ট অব্যাহত আছে।

১৫. <u>অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ</u>

ক্রীড়া উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আনিসুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে এবং এ সংক্রান্ত অনু কমিটির পরিচালনায় বিগত ১৬ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে অবসর ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় সমিতির অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য এবং তাদের স্বামী/স্ত্রীগণ বিভিন্ন আইটেমে অংশগ্রহণ করেন। ১৭ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ অপরাহ্নে সমিতির সভাকক্ষে সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মহাসচিব আবদুল কাইউম ঠাকুর। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া উপকমিটির

চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান এবং আয়োজক অনু-কমিটির আহবায়ক জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন ।

১৬. **আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ঃ**

আমাদের সমিতিতে বিগত ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা, মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমিতির আজীবন সদস্য ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ অবসরপ্রাপ্তদের জীবন মান উন্নয়নসহ এ সমিতির উন্নয়নেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

১৭. **ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী** ঃ

বিগত ১৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী (১৪ নভেম্বর, ২০১৯) যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মসজিদ-উত-তাকওয়া সোসাইটির ইমাম জনাব হাফেজ মাওলানা আঃ হাফিজ মারুফ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য/সদস্যা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

১৮. **মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের পরিচিতি সভা** ঃ

বিগত ০১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমিতির ভবনের নিচ তলায় “সুগন্ধা কমিউনিটি সেন্টারে” সমিতির মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের নিয়ে এক পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ্ হারুন পাশা। উক্ত পরিচিতি সভায় মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের দ্বারা সমিতির উন্নয়নে আরও ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

১৯. **বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ**

বিগত ০৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ধানমন্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে সমিতির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা ও পুরুষ সদস্য এবং তাঁদের পোষ্যদের অংশগ্রহণে ক্রীড়ানুষ্ঠানটি অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠান শেষে সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন।

২০. **বিজয় দিবস উদযাপন** ঃ

বিগত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমিতি ভবনের নিচ তলায় “সুগন্ধা কমিউনিটি সেন্টারে” মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ৮.৩০ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর। পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয়

সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সকাল ৮.৪০ টায় নতুন ভবনের নীচতলায়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রদান করা হয়। সমিতির সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি সার্থক করে তুলেন। পতাকা উত্তোলন শেষে সমিতির সভাকক্ষে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে উপস্থিত সদস্যগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

২০. **সমিতির লাইব্রেরীর জন্য বই ক্রয় ঃ**

আলোচ্য বৎসরে লাইব্রেরীর জন্য ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা ব্যয়ে ৩৩১ খানা বই ক্রয় করা হয়েছে। বই ক্রয় সমিতির একটি নিয়মিত কার্যক্রম। লাইব্রেরীতে অনেক সৃজনশীল ও দুর্লভ বই সংগ্রহ করা হয়েছে। অত্র সমিতির লাইব্রেরী পর্যায়ক্রমে সমৃদ্ধশালী হচ্ছে। লাইব্রেরীতে বর্তমানে ছয় হাজারের বেশী বই আছে।

২১. **সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ**

আলোচ্য বৎসরে সমিতিতে মোট ৩৪৪ জন নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আজীবন ২৯৮ জন এবং সাধারণ ৪৬ জন। আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই।

২২. **অবসর জীবন ম্যাগাজিন ঃ**

আলোচ্য বৎসরে সমিতির প্রকাশনা উপ-কমিটির উদ্যোগে এবং সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে মহাসচিবের সম্পাদনায় ষান্মাসিক ম্যাগাজিন “অবসর জীবন” এর জানুয়ারী-জুন, ২০১৯ এবং জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯ সংখ্যা দু'টি প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্র ও জেলা শাখা হতে প্রাপ্ত লেখাসমূহ একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। উক্ত ম্যাগাজিনের শেষের অংশে সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের কার্যাবলীর একটি বিবরণ নিয়মিত সন্নিবেশিত করা হয়। সমিতির চিকিৎসকদের নাম ও ফোন নম্বরও প্রতি সংখ্যায় শেষের দিকে সন্নিবেশিত করা হয়। এর ফলে সদস্যগণ উপকৃত হচ্ছেন। দু'টি সংখ্যাই সার্বিক বিবেচনায় সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

২৩. **অবসর বার্তা পত্রিকা ঃ**

তিনি মাস পর পর অবসর বার্তা নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। সমিতির বিভিন্ন কার্যাবলীর তথ্যসম্বলিত এই পত্রিকাটি সকল সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়। সদস্যগণ এতে উপকৃত হচ্ছেন।

২৪. **উত্তরার জমি প্রসংগে ঃ**

সমিতির নামে বরাদ্দপ্রাপ্ত উত্তরার জমিতে একটি জরা হাসপাতাল ও বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের নিমিত্তে জমিতে গড়ে উঠা বস্তি উচ্ছেদ করে জমিটি কার্যকরভাবে বুঝে নেয়া হয়েছে। একজন সার্বক্ষণিক গার্ড নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জমিটির নামজারী সম্পূর্ণ হয়েছে, জমিটির ডিজিটাল নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে, জমিটি স্থায়ীভাবে বেষ্টনীর নিমিত্তে দেয়াল নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আশা করা যায় দেয়ালটি খুব শ্রীঘই সম্পূর্ণ হবে। বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ভবনের

উচ্চতার সার্টিফিকেট নেয়া হয়েছে। নকশা ও ডি.পি.পি. এর কাজ প্রক্রিয়াধীন, দ্রুততম সময়ে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে জরা হাসপাতাল ও বৃদ্ধাশ্রমের কাজ শুরু করা হবে।

২৬. ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঃ

এই সমিতি নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন আছে। ধীরে ধীরে আমরা সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের উন্নতি সাধন করে চলছি। উদ্দেশ্য- অবসর ভবনে একটি হাসপাতাল স্থাপন করা। এছাড়া উত্তরায় এক বিঘা জমিতে একটি প্রবীণ নিবাস কাম হাসপাতাল নির্মাণের জন্য সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই সময় এবং অর্থ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে। এতদ্ব্যতীত ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, জেলা শাখা সমিতিগুলোকে অধিকতর কার্যকর করা, সমিতির সদস্য পেনশনারদের স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক সেবা আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ইতোপূর্বে আমরা বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। আগামীতেও আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২৭. পেনশনারদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি :

পেনশনারদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যাপারে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের ন্যায়সঙ্গত অনেক দাবী আছে যেগুলো আমরা দফায় দফায় কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত আকারে সমষ্টিগতভাবে উপস্থাপন করেছি। ফলশ্রুতিতে ১৫ বছর অতিক্রান্তের পর পেনশন পুন:স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া পেনশন সমতাকরণ, পেনশনারদের চিকিৎসাভাতা বর্ধিতকরণ, পুন:প্রবর্তিত পেনশন ১৫ বছরের স্থলে ১০ বছর করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ অব্যহত আছে। পেনশনারদের উক্ত দাবীগুলো পূরণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। উল্লিখিত দাবীসমূহ সরকারের বিবেচনার জন্য সদাশয় সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পেশ করা হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আপনাদের সেবাই আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। ধীরে ধীরে এ সমিতি বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। আশা করি সময়ের সাথে সাথে আমার উত্তরসূরীরা সমিতিকে আরও উচ্চতর মাত্রায় নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এই সমিতির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। আপনাদের সহযোগিতা সমিতির মূল পাথেয় ও অনুপ্রেরণা হবে।

আমি সমিতির সকল সদস্যের সুখ, শান্তি ও দীর্ঘায়ূ কামনা করি। আপনারা সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

মহান আল্লাহ সকল কাজে আমাদের সহায় হোন।

আপনাদের শুভ কামনায়

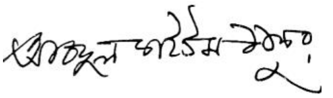

মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর
মহাসচিব

প্রশাসকের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন জেলা শাখা থেকে আগত সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ আপনারা আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আস সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওবারাকাতুহু।

২। ২০২০ সালের সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের পূর্বে বিগত বৎসরে কেন্দ্রীয় ও জেলা শাখাসমূহের যে সকল সদস্য আমাদের ছেড়ে পরকালে চলে গেছেন আমি তাঁদের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

৩। সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

এ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিগত ২৮ মার্চ, ২০২০ তারিখে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি দূর্যোগের কারনে ২৫ মার্চ, ২০২০ তারিখ হতে দেশের সকল জনসমাবেশ, নির্বাচন অনুষ্ঠান ও দাপ্তরিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক স্থগিত ঘোষণা করায় সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক ৩১ মার্চ এর পরে কার্যনির্বাহী কমিটিকে দায়িত্বে থাকার বৈধতা না থাকলেও আপদকালীন সময় পূর্বতন কমিটি সমাজসেবা অধিদপ্তরে আবেদনের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে। যেহেতু, সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ বাড়ানোর কোন সুযোগ ছিলনা সেহেতু স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেসন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ৬১ এর ৯ (২) ধারা অনুযায়ী আমাকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আমি বিগত ৪ আগস্ট, ২০২০ তারিখে সমিতির প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। এ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্নকরণ এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করার জন্য আমার কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া, কর্মপরিধি মোতাবেক আমাকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কর্তৃত্ব ও যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, নির্বাচন কার্যক্রম অনেক পূর্বেই সম্পাদনের কথা থাকলেও আমি নিজেই কোভিড আক্রান্ত হওয়ায় বেশকিছু দিন দায়িত্ব পালনে অপারগ ছিলাম। অত:পর আমি সুস্থ হয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের প্রার্থীদের সাথে একাধীকবার আলাপ-আলোচনা করে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করি।

২০২০ সালে আমার দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে এবং আমার কার্যকালে যে সকল কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে তা আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি :

১. মহান ২১ ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ঃ

২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সমিতির পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

২. সমিতির বীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের সংবর্ধনা :

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সমিতির মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানে ৪০০ লোকের সমাগম হয়। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের প্রধান অতিথি ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এম.পি একটি করে ত্রেস্ট ও উত্তরীয় প্রদান করা করেন। অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছিল বলে আমি জানতে পেরেছি।

৩. <u>মুজিববর্ষ উদযাপন, ২০২০ :</u>

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি বিগত ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রাণ-পুরুষ, বাঙিলি জাতির গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে। জাতির পিতার জন্ম দিবসটি স্মরণীয় রাখতে সমিতি ১৭ মার্চ, ২০২০ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নয়াদিল্লিভিত্তিক সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ইমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্য কর্তৃক রচিত “চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু” নামক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

৪. <u>কল্যাণ কার্যক্রম ঃ</u>

সমিতির জেলা পর্যায়ের সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, স্বল্প পেনশন প্রাপ্ত সদস্যদের অনুদান এবং জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান সংক্রান্ত কল্যাণমূলক কাজসমূহ সমিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

আলোচ্য বৎসরে জেলাসমূহে শিক্ষাবৃত্তি, এককালীন অনুদান এবং জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, জেলা শাখার অফিস খরচ, জেলা শাখার চিকিৎসকের সম্মানী, জেলা শাখাসমূহের অফিস ঘর নির্মাণ/সম্প্রসারণ/মেরামত ও কম্পিউটার ক্রয় ইত্যাদি খাতে অর্থ বিতরণের চিত্র নিম্নে দেয়া হলো ঃ

খাত		টাকার পরিমান		
		২০১৮	২০১৯	২০২০
(ক)	শিক্ষাবৃত্তি	৭০,৪৪,৮০০/-	৭৬,৩০,৭০০/-	৬৩,৫৩,০০০/-
(খ)	অনুদান	৬৬,৮৮,৫০০/-	৭৮,৫১,৭০০/-	৯০,১৭,৭০০/-
(গ)	জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি	৭১,৭৭,৯২৫/-	৯৬,০৪,৪০০/-	১,০৪,৬৭,৪০০/-
(ঘ)	শীতবস্ত্র বিতরণ	৬,৮০,০০০/-	৬,৮০,০০০/-	১২,৭৫,০০০/-
(ঙ)	বিশেষ জটিল চিকিৎসার অনুদান	৪,৬৫,০০০/-	৮,৮০,০০০/-	৮,৯৫,০০০/-
(চ)	জেলা শাখার অফিস খরচ	৫৫,৯১,০০০/-	৭৩,১২,২৬০/-	৭১,৩৪,৭০০/-

(ছ)	জেলা শাখার চিকিৎসকের সম্মানী	২৩,৬৬,৪০০/-	২৮,৬৯,২০০/-	৩০,০০,০০০/-
(জ)	অফিস ঘর নির্মাণ/সম্প্রসারণ/ মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয়	৯,৭৫,০০০/-	১০,১০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-
(ঝ)	কম্পিউটার ক্রয় (প্রিন্টারসহ)	২,০০,০০০/-	১,৮০,০০০/-	২,৪০,০০০/-
(ঞ)	পাঠাগারের পুস্তক ক্রয়	১,০০,০০০/-	১,১৬,০০০/-	৭৫,০০০/-
(ট)	জেলা পর্যায়ের বিনোদন খাত	১৯,৫৩,০০০/-	১৯,১১,০০০/-	১৩,২৬,০০০/-
(ঠ)	বিভাগীয় প্রতিনিধিদের অফিস পরিচালনা খরচ	১,১০,০০০/-	১,২০,০০০/-	-
	মোট =	৩,৩৩,৫১,৬২৫/-	৪,০১,৬৫,২৬০/-	৪,০৩,৫৩,৮০০/-

৫. <u>কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা ঃ</u>

খাত		উপকৃতের সংখ্যা		
		২০১৮	২০১৯	২০২০
(ক)	শিক্ষাবৃত্তি	১৪৬০ জন	১৫৯৩ জন	১৩২৮ জন
(খ)	অনুদান	৩৩০৮ জন	৩৯৩৫ জন	৪৫১৫ জন
(গ)	জরুরী চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি	১৫১২ জন	১৯৫৩ জন	২১১৯ জন
(ঘ)	শীতবস্ত্র বিতরণ	১৭০০ জন	১৭০০ জন	২৫৫০ জন
(ঙ)	বিশেষ জটিল চিকিৎসা অনুদান	১৯ জন	৩৪ জন	২৭ জন
	মোট =	৭৯৯৯ জন	৯২১৫ জন	১০৫৩৯ জন

৬. <u>চিকিৎসা কার্যক্রম ঃ</u>

সমিতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে সদস্যদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান। বিগত বৎসরসমূহে বিদ্যমান চিকিৎসাসমূহ যথারীতি চলছে। চিকিৎসার মান উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

২০২০ সালের প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার বিবরণ এবং উক্ত খাতে আয় সংক্রান্ত একটি চিত্র আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হলো ঃ

ক্রমিক	চিকিৎসা বিবরণী	রোগীর সংখ্যা	আয়
১.	বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা	১৫৫০	ফ্রি
২.	সাধারণ চিকিৎসা (মেডিসিন)	২৪৩৬	৪৩,২০০/-
৩.	সনোলজিস্ট	৫১৯	
৪.	গাইনী	-	৩,০০০/-
৫.	হৃদরোগ চিকিৎসা (কার্ডিওলজি)	৩৮৭৮	৩৪,০৬০/-
৬.	ফিজিক্যাল মেডিসিন	২১৭৮	১,১২,৭০০/-
৭.	দন্ত চিকিৎসা	২২৩৯	২,৪৭,৬৪৫/-
৮.	চক্ষু চিকিৎসা	২১৬৭	৫৯,৩৫০/-
৯.	ডায়াবেটিক চিকিৎসা	১০৮৮	১২,৪৫০/-
১০.	ই এন টি	১১৮৭	৭৩,৬২০/-
১১.	ইসিজি	-	৫৩,০৬০/-

১২.	ফিজিওথেরাপী	১৬৪০	২,৮৮,৯৬০/-
১৩.	আলট্রাসনোগ্রাফি	-	১,৭২,৮৬০/-
১৪.	ইকোকার্ডিওগ্রাম	-	১,৭৬,৯৯০/-
১৫.	এক্সরে	-	২,৪৬,০৯৫/-
১৬.	প্যাথলজি পরীক্ষা (ল্যাব)	১১২৬৮১	১,৮৩,৭৪০/-
১৭.	হোমিও চিকিৎসা	-	৩,৬৫০/-
১৮.	ইউরোলজি	-	৭০০/-
	সর্বমোট মোট=	১৩১৫৬৩	১৭,১২,০৮০/-

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রার্দুভাবের কারনে বাংলাদেশ সরকার ২৫ মার্চ, ২০২০ তারিখে সরকারী-বেসরকারী অফিস আদালত বন্ধ ঘোষণা করে এবং জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে। যার ফলে সমিতির নির্ধারিত ২৭ ও ২৮ মার্চ, ২০২০ তারিখের জেলা সম্মেলন ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনসহ পরবর্তীতে আরও অনেক অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়।

৭. শ্রেষ্ঠ জেলা সমিতি ঃ

২০২০ সালের জন্য বিভাগসমূহে যে সকল জেলা সমিতি শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন তাদের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো। আজকের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ জেলা সমিতিকে একটি করে ক্রেষ্ট এবং নগদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে প্রদান করা হবে।

৮. জাতীয় শোক দিবস ঃ

বিগত ১৫ আগষ্ট, ২০২০ তারিখ জাতীয় শোক দিবসে অত্র সমিতির পক্ষ হতে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সমিতির কতিপয় সদস্যবৃন্দ পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

৯. সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ

আলোচ্য বৎসরে সমিতিতে মোট ১৭৩ জন নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আজীবন ১৬২ জন এবং সাধারণ ১১ জন। আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

সদস্যদের সেবাই এ সমিতির মূখ্য উদ্দেশ্য। ধীরে ধীরে এ সমিতি বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। আশা করি সময়ের সাথে সাথে আগামী নির্বাচিত কমিটি এ সমিতিকে আরও উচ্চতর মাত্রায় নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি এবং সমিতির সাফল্য কামনা করছি। আপনাদের সহযোগিতায় এ সমিতির উন্নয়নের ধারা ক্রমাগতভাবে তরান্বিত এবং আরও উচ্চমাত্রায় আসীন হবে। আমার দায়িত্ব পালনকালে সম্মানীত সদস্য, সমিতির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি সমিতির সকল সদস্যের সুখ, শান্তি ও দীর্ঘায়ূ কামনা করি। আপনারা সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ ও কোভিড মুক্ত থাকুন।

মহান আল্লাহ সকল কাজে আমাদের সহায় হোন।

(সৈয়দ মোঃ নূরুল বাসির)
প্রশাসক (যুগ্ম-সচিব)

এ পর্যায়ে ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা হলে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী জরুরী সাধারণ সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২০২০ ও ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।